মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

দ্বাদশ অধ্যায়: সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮–১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ রিমা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে তার বাবার সাথে আলোচনা করছিল। রিমার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তিনি বললেন, ৭ মার্চের ভাষণ থেকে স্বাধীনতার আহ্বান করা হয়। তবে বঙ্গাবন্ধুর অনেক বড় কাজ হচ্ছে ৬ দফা আন্দোলন। কারণ এর পরেই ৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? ১

খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২

গ. রিমার বাবা কীভাবে ছয় দফা আন্দোলনকে বঙ্গাবন্ধুর অনেক বড় কাজ বলে মনে করেন? ৩

ঘ. "রিমার বাবা মনে করেন ছয় দফা আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ৭০-এর নির্বাচনের জয়ের কারণ"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা।

খ ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়। কেননা এটা ছিল বাঙালির প্রাণের দাবিসংবলিত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘোষণা।

ছয় দফার মধ্যে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয় যেগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যেমন- ফেডারেল রাষ্ট্রের গঠন, সার্বভৌম প্রাদেশিক আইনসভা, আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, প্রদেশের জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠন ইত্যাদি। ছয় দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একে একে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। এ কারণে ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ রিমার বাবা ছয় দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথা স্মরণ করেই এ আন্দোলনকে বঙ্গাবন্ধুর অনেক বড় কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। কেননা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে ধাবিত হতে পেরেছিল। স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসন ও অপশাসনের কবল থেকে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল বঙ্গাবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ব্যাপক পরিসরে বলতে গেলে ছয় দফার ভিতরেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। যেমন— কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশ বা অঞ্চলের দাবিসমূহ স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত প্রদান করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সেটি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তারা ছয় দফা আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ছয় দফার দাবিসমূহ ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ছয় দফার এরূপ সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা চিন্তা করেই উদ্দীপকের রিমার বাবা এটিকে বঙ্গাবন্ধুর বড় কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে ছয় দফা দাবি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যেমনটা উদ্দীপকের রিমার বাবা মনে করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছিল। এ অন্যায়-বৈষম্যমূলক শাসনের নাগপাশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা আন্দোলনের ডাক দেন। বঙ্গাবন্ধু ছয় দফাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসাধারণকে এতে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জানান। জনগণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছয় দফাকে তাদের অপশাসনের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করে আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য দমন-নিপীড়নমূলক কর্মসূচি শুরু করে। এতে জনসাধারণ আরো বেশি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসে। কার্যত ছয় দফা আন্দোলন বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। জনগণ ন্যায্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং ছয় দফা যে তাদের বাঁচার দাবি সেটিও অনুধাবন করতে পেরেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ছয় দফা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। একই সাথে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন আপামর জনসাধারণের নেতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গান্ধুর এ ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে বঙ্গাবন্ধু নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ছয় দফা আন্দোলনের জনপ্রিয়তাই ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয়ের কারণ।

প্রশ্ন ▶২ অ্যাডভোকেট আনিস ঐতিহাসিক এক মামলার তথ্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ওই মামলার অভিযুক্ত আসামী ছিলেন মোট ৩৫ জন। তাদের অপরাধ ছিল তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নানা বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তারা ভারতের একটি রাজ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে এক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। ◀ *শিখনফল-৫ [বি এন কলেজ, ঢাকা]*

ক. ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় কত সালে? ১

খ. তাসখন্দ চুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. এ্যাডভোকেট আনিস সাহেব যে মামলার তথ্য প্রদান করেছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একসময় এ ধরনের একটি মামলা পাকিস্তান সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়— মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালে।

খ ১৯৬৬ সালে ভারত-পাকিস্তানের মাঝে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি তাসখন্দ চুক্তি নামে পরিচিত।

কাশ্মীর দখলকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। উক্ত বছরের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েতে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মামলার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আগরতলা মামলার সাদৃশ্য রয়েছে।

জনগণের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করে। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়, যেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য এ মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা মামলা'।

উদ্দীপকেও লক্ষণীয় যে, অ্যাডভোকেট আনিস এমন একটি মামলার তথ্য উপস্থাপন করেছেন যে মামলার আসামি ছিলেন ৩৫ জন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার সাথে উদ্দীপকের মামলার মিল রয়েছে।

ঘ এক সময় উদ্দীপকে নির্দেশিত মামলাটি অর্থাৎ আগরতলা মামলাটি পাকিস্তান সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে আগরতলা মামলার প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে এসে গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি শান্ত করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন এবং বৈঠকে বঙ্গবন্ধুকে যোগদানের জন্য প্যারোলে মুক্তিদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীসহ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে নতিস্বীকার করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্ত সবাই মুক্তি লাভ করেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন ▶৩ 'ক' অঞ্চলের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের শাসনের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ট হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে গণজাগরণে উক্ত স্বৈরশাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কত দিন স্থায়ী ছিল? ১

খ. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. 'ক' অঞ্চলে গণজাগরণে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনগণের ঐ আন্দোলনই পরিবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যোগায়— বক্তব্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ৫৬ দিন স্থায়ী ছিল।

খ মুসলিম লীগের অন্যায় বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের জন্য ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরীর পথ সুগম করে। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ কে আর চায় না। তাছাড়া এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমেই মুসলীম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মে।

গ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের গণজাগরণে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সব ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ছয় দফা ও এগারো দফা দাবি মেনে না নিলে জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

উদ্দীপকেও দেখা যায় 'ক' অঞ্চলের জনগণ দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন শুরু করে, অবশেষে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনা তথা গণজাগরণে স্বৈরশাসক ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়। অর্থাৎ দেখা যায় উদ্দীপকের গণজাগরণ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এর প্রতিফলন।

ঘ উদ্দীপকের সংগ্রামী চেতনা তথা গণআন্দোলন ও আত্মত্যাগই স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যোগায়।

গণঅভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তার উত্তরসূরী জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। তিনি ঘোষণা করেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয়। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় জনগণের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। আর তা এক সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং মুক্তি আন্দোলনের ডাক দেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মানুষ জেগে উঠে এবং জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রাম ও লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

উদ্দীপকের বর্ণনা শুধুমাত্র ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর স্বাধীনতার যে অনুপ্রেরণা যোগায় তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

তাই বলা যায়, ঊনসত্তরের গণজাগরণই পরবর্তীতে বাঙালিকে স্বাধীন হবার প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যা উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে ১৯৬৯ গণআন্দোলন এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৪ জাবেদের বাবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মারামারি দেখে বহু আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। সেই সময় ছাত্ররা এগারো দফা দাবি পেশ করে। একজন ছাত্রনেতা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। একজন সার্জেন্ট সামরিক হাজতে নিহত হন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হন। ছাত্ররা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। *◀ শিখনফল-৭*

ক. জিন্নাহ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন কবে? ১
খ. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির স্বাধীনতার সর্বাত্মক প্রয়াস? ২
গ. জাবেদের বাবার কোন আন্দোলনের ঘটনাটি মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি পরবর্তী আন্দোলনকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিন্নাহ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ।

খ মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালিদের বাঁচার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। ২৫-এ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী দেশে গণহত্যা চালালে দেশের সর্বস্তরের মানুষ বিভিন্নভাবে সংগঠিত হতে থাকে। বাংলার যুবক, বৃদ্ধ, তরুণ, শিক্ষক-ছাত্র, নারী-পুরুষ সকলে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণ গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করতে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালী বাঁচার একমাত্র উপায় এবং স্বাধীনতা লাভের সর্বাত্মক প্রয়াস।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ ঊনসত্তরের গণআন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনে যে ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৫ মিঠিপুর আর গৌরীপুর নামক দুই গ্রামের মধ্যে একবার ব্যাপক ঝগড়া বাঁধে। গৌরীপুর গ্রামের লোকজন জোর করে মিঠিপুর গ্রামের কিছু জমি দখল করতে চেয়েছিল। আর এর থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। এই দ্বন্দ্বের ফলে গৌরীপুর গ্রামের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। এসব দেখে তিলোত্তমাপুর গ্রামের চেয়ারম্যান এসে দুই গ্রামের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেয়। *◀ শিখনফল-২*

ক. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় কত সালে? ১
খ. ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা পায় কেন? ২
গ. তোমার জানা কোন ঘটনার সাথে উদ্দীপকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত ঘটনা বাঙালিদের জাতীয়তাবোধের বিষয়ে সচেতন করেছিল? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ৬ নিম্নোক্ত তথ্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়:
১. ফেডারেল রাষ্ট্র
২. সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা
৩. আধা-সামরিক বাহিনী

◀ শিখনফল-৪

ক. আগরতলা মামলা কত সালে করা হয়েছে? ১
খ. ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যগুলো কোন কর্মসূচিকে বোঝাচ্ছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করা হয় কত সালে?
ক ১৯৫৯ খ ১৯৬০
গ ১৯৬১ ঘ ১৯৬২

২. পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল কারা?
ক সেনাবাহিনী
খ সামরিক কর্মকর্তাগণ
গ পুলিশবাহিনী
ঘ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ

৩. মৌলিক গণতন্ত্রের ভোটে আইয়ুব খান কত সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?
ক ১৯৬০ খ ১৯৬১
গ ১৯৬২ ঘ ১৯৬৩

৪. আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের ভোটে ১৯৬০ সালে কত বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

৫. ১৯৬৪ সালে NDF থেকে বেরিয়ে আসে কোন দল?
ক নেজামে ইসলাম
খ আওয়ামী লীগ
গ কাউন্সিল মুসলিম লীগ
ঘ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ

৬. NDF কত সালে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে?
ক ১৯৬৪ খ ১৯৬৫
গ ১৯৬৬ ঘ ১৯৬৭

৭. ১৯৬২ সালের কত তারিখে আইয়ুব খান নতুন সংবিধানের ঘোষণা দেন?
ক ১ মার্চ খ ২ মার্চ
গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ

৮. ১৯৬২ সালের কত থেকে কত তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়?
ক ১৫ আগস্ট—১০ সেপ্টেম্বর
খ ১৬ আগস্ট—১১ সেপ্টেম্বর
গ ১৭ আগস্ট—১২ সেপ্টেম্বর
ঘ ১৮ আগস্ট—১৩ সেপ্টেম্বর

৯. ফাতেমা জিন্নাহ কে ছিলেন?
ক আইয়ুব খানের বোন
খ ইস্কান্দার মির্জার বোন
গ জুলফিকার আলী ভুট্টোর বোন
ঘ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন

১০. COP কত সালে গঠিত হয়?
ক ১৯৬৫ খ ১৯৬৬
গ ১৯৬৭ ঘ ১৯৬৮

১১. ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নেতা কে ছিলেন?
ক ইস্কান্দার মির্জা খ নুরুল আমিন
গ ওবায়দুল্লাহ ঘ শেখ আব্দুল্লাহ

১২. ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে?
ক স্টালিন খ পিটার দি গ্রেট
গ কোসিগিন ঘ নেপোলিয়ন

১৩. ১৯৬৬ সালে তাসখন্দে যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা কোন কোন দেশের মধ্যে সংগঠিত হয়?
ক যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য
খ ভারত-চীন
গ পাকিস্তান-আফগানিস্তান
ঘ পাকিস্তান-ভারত

১৪. কত সালের যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে?
ক ১৯৬৫ খ ১৯৬৬
গ ১৯৬৭ ঘ ১৯৬৮

১৫. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ দখল করে রেখেছিল কারা?
ক বাঙালিরা খ গুজরাটিরা
গ পাঞ্জাবিরা ঘ মারাঠিরা

১৬. পূর্ব-বাংলার প্রতি রাজনৈতিক প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে কারা?
ক পশ্চিম পাকিস্তান খ উত্তর ভারত
গ দক্ষিণ ভারত ঘ পূর্ব পাকিস্তান

১৭. পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর ছিল কোথায়?
ক পূর্ব বাংলায় খ পশ্চিম পাকিস্তানে
গ বেলুচিস্তানে ঘ পূর্ব পাকিস্তানে

১৮. জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে মোট কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১৯. পহেলা বৈশাখ পালনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করেন কারা?
ক ভারতীয়রা খ পূর্ব পাকিস্তানিরা
গ আরবীয়রা ঘ পশ্চিম পাকিস্তানিরা

২০. ১৯৪৭ সালে সকল সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে কেন?
ক করাচিতে রাজধানী হওয়ায়
খ কলকাতায় রাজধানী হওয়ায়
গ লাহোরে রাজধানী হওয়ায়
ঘ ইসলামাবাদে রাজধানী হওয়ায়

২১. পাকিস্তানের দু'অংশে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল—
i. ভাষা
ii. সাহিত্য iii. সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. ছয় দফা কর্মসূচির অবসান হয় কত সালে?
ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ
খ ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ
গ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
ঘ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ

২৩. ছয় দফা কর্মসূচিতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ধর পাকড় শুরু করে কোন সরকার?
ক আইয়ুব খ ইস্কান্দার
গ ইয়াহিয়া ঘ মোনায়েম

২৪. আগরতলা মামলার বিচার করা হয় কীভাবে?
ক সাধারণ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে
খ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে
গ সামাজিক আইনের মাধ্যমে
ঘ সাধারণ আদালতের মাধ্যমে

২৫. সরকারি নথিতে আগরতলা মামলার কী নামকরণ করা হয়?
ক রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রদ্রোহী
খ রাষ্ট্র বনাম পূর্ব পাকিস্তান
গ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ রাষ্ট্র বনাম পশ্চিম পাকিস্তান

২৬. আইয়ুব খান কত তারিখে গণ-অভ্যুত্থানের পরিবেশ শান্ত করার জন্য গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন?
ক ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
খ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

২৭. আগরতলা মামলার বিচারের জন্য গঠিত ডিফেন্স টিমের সদস্য ছিলেন—
i. মনজুর কাদের
ii. জেনারেল টি.এইচ.খান
iii. স্যার টমাস ইউলিয়াম এমপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব 'ক' দেশে সামরিক শাসন জারি করে সংবিধান বাতিল করে দেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

২৮. জনাব 'ক' পাকিস্তানের কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি?
ক ইস্কান্দার মির্জা
খ ইয়াহিয়া খান
গ আইয়ুব খান
ঘ বেনজির ভুট্টো

২৯. উক্ত শাসক ছিলেন—
i. পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক
ii. ইসলাম প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট
iii. প্রথম সামরিক আইন প্রশাসক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
ক নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন
খ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ভোটাধিকার
গ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন
ঘ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা লিউক্যামিয়া রোগে আক্রান্ত মিতালীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে একটি ভারতীয় হিন্দি ছবি দেখানো হয়। ছবিতে দেখা যায় আমাদের পার্শ্ববর্তী দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দেশ যখন যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের মুখে পড়ে তখন বাঙালি সেনারা অসীম সাহসের সাথে তাদের সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের দেশ রক্ষা করে। সপ্তাহ দুই যুদ্ধের পর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিক এই চলচ্চিত্রটি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কয় স্তর বিশিষ্ট ছিল? ১
খ. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বৈষম্য সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের চলচ্চিত্রটি কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত বহন করে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলায় আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.▶ জামিল একটি ইতিহাসের বই পড়ে বুঝতে পারছে বইটি লেখা হয়েছে পাশাপাশি দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। যে যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল একটি অঞ্চলের উপর দুটি দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ১৭ দিনে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছিল অন্য একটি দেশের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।

ক. কে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করেছিল? ১
খ. সামরিক শাসন জারি করতে ইস্কান্দর মির্জা কী করেছিলেন? ২
গ. জামিল যে যুদ্ধ সম্পর্কিত বই পড়েছিল সে যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনুরূপ একটি যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.▶ বাংলাদেশের প্রতিছর ২০ জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস পালন করা হয়। তাছাড়া ঢাকায় আসাদ গেট তার স্মরণে তৈরি করা হয়। তিনি একটি আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিল। এ আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক. কত সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়? ১
খ. আগরতলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়তা করেছিল— মূল্যায়ন কর। ৪

৪.▶ ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি কর্মসূচি পেশ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে এ কর্মসূচিটি ছিল তীব্র প্রতিবাদ আর বাঙালির অধিকার আদায়ের সনদ।

ক. সরকারি নথিতে আগরতলা মামলার নাম কী ছিল? ১
খ. ১১ দফা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ মিঠিপুর আর গৌরীপুর নামক দুই গ্রামের মধ্যে একবার ব্যাপক ঝগড়া বাঁধে। গৌরীপুর গ্রামের লোকজন জোর করে মিঠিপুর গ্রামের কিছু জমি দখল করতে চেয়েছিল। আর এর থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। এই দ্বন্দ্বের ফলে গৌরীপুর গ্রামের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। এসব দেখে তিলোত্তমাপুর গ্রামের চেয়ারম্যান এসে দুই গ্রামের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেয়।

ক. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় কত সালে? ১
খ. ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা পায় কেন? ২
গ. তোমার জানা কোন ঘটনার সাথে উদ্দীপকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত ঘটনা বাঙালিদের জাতীয়তাবোধের বিষয়ে সচেতন করেছিল? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬.▶ সম্প্রতি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খান বাংলাদেশে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে। ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছেন বাংলাদেশ। জবাবে পাকিস্তান বলেছে, তারা অতীতকে ভুলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায়। বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সাংবাদিক, ৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা এ প্রসঙ্গে তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের যেভাবে শাসন ও শোষণ করেছে এটা ক্ষমারও অযোগ্য। বিশেষ করে ৭১-এর হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন বাঙালি আজীবন মনে রাখবে।

ক. আগরতলা মামলার আসামি কতজন ছিল? ১
খ. বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাংবাদিকদের বক্তব্যের আলোকে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে বৈষমমূলক আচরণ করেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা? মতামত দাও। ৪

৭.▶ জাবেদের বাবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মারামারি দেখে বহু আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। সেই সময় ছাত্ররা এগারো দফা দাবি পেশ করে। একজন ছাত্রনেতা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। একজন সার্জেন্ট সামরিক হাজতে নিহত হন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হন। ছাত্ররা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ক. জিন্নাহ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন কবে? ১
খ. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির স্বাধীনতার সর্বাত্মক প্রয়াস? ২
গ. জাবেদের বাবার কোন আন্দোলনের ঘটনাটি মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি পরবর্তী আন্দোলনকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? মূল্যায়ন কর।৪

৮.▶ মিনা একটি দেশের দুটি অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলে বাস করে। দেশটির রাজধানী পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। মিনার অঞ্চলের সকল আয় পশ্চিমাঞ্চলে চলে যায়। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বীমা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিমাঞ্চলে। ফলে মিনার অঞ্চলে কখনও বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি।

ক. কোন শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালিদের মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. মিনার অঞ্চলে পাকিস্তানি শাসনামলের যে বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, মিনার অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তান মনে করা হলে অঞ্চলটিতে আরও কিছু বিষয়ে বৈষম্য বিদ্যমান ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ 'ক' দেশের প্রধান বিরোধী দলের নেতা দেশে অবসরপ্রাপ্ত কিছু সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন। পরে তিনি পার্শ্ববর্তী একটি দেশে গিয়ে ঐ দেশের রাজধানীতে বসে সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। দেশটির সরকার এ বিষয়ে জানতে পেরে ঐ নেতাকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

ক. কখন ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়? ১
খ. আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের বিরোধী দলের মামলাটিতে পাকিস্তান আমলের কোন ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়- কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ সার্জেন্ট মশিউর জাতিসংঘের মিশনে সুদানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সুদানের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে। দক্ষিণ সুদানে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল ভরপুর। অথচ এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানের উন্নয়ন কাজে ব্যয় হতো। শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দক্ষিণ সুদানের কাঁচামাল সস্তা হলেও শিল্প-কারখানার বেশির ভাগ গড়ে উঠেছিল উত্তর সুদানে। রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণ সুদানের জাতিগোষ্ঠীর লোকজন সহজে নিয়োগ পেতনা। এরূপ বৈষম্য উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। পরবর্তীতে সাবেক সুদান ভেঙে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন? ১
খ. পূর্ব বাংলার প্রতি সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা কর। ২
গ. কোন ধরনের বৈষম্য দক্ষিণ সুদানের ন্যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্যগুলো ছাড়া তৎকালীন পূর্ব বাংলা আর কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছিল কি? মতামত দাও। ৪

১১.▶ ১৪ এপ্রিল টিভিতে প্রচারিত একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ শুনে এদেশের অতীতের একটি আন্দোলনের কথা মনে পড়ে গেল দেলোয়ার সাহেবের। টিভিতে প্রচারিত সংবাদটি ছিল ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন। এতে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে বহু ছাত্র প্রাণ হারায়। এদেশেও এরকম একটি আন্দোলন হয়েছিল যা ছাত্রদের অংশগ্রহণে শুরু হলেও পরবর্তীতে সাধারণ মানুষ একে গণআন্দোলনে রূপ দেয়।

ক. ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কোথায়? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. টিভিতে প্রচারিত আন্তর্জাতিক সংবাদটি শুনে দেলোয়ার সাহেবের অতীতের কোন আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়? উক্ত আন্দোলনটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	খ	৩	ক	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ঘ